ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন-

একজন মহান কর্মবীর, বিদ্যোৎসাহী এবং সফল শিল্প উদ্যোক্তাকে

খাজা ইউনুস আলী শিক্ষা পরিবারের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

খাজা ইউনুস আলী (রহ.) এর নছিহত অনুযায়ী তিনি যমুনার তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে, উন্নত বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদলে শহুরে-কোলাহল থেকে দূরে জ্ঞান ও গবেষণা চর্চার এক অনন্য কমপ্লেক্স তৈরি করেছেন। এ যেন এক শৈল্পিক স্থাপত্যের সার্থক রূপায়ণ।

ডা. এম. এম. আমজাদ হোসেন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন গণমানুষের অসুবিধা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, অনুন্নত শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উন্নত মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা, যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যপারে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর একাগ্র অধ্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানের মেধাবী ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানকারীরা নতুন মাত্রায় এগিয়ে যাবে । দেশকে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের কাঙ্ক্ষিত মানদন্ড নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে।

এই মহান ব্যক্তির প্রয়াণ দিবসে প্রার্থনা জানাই, হে পরওয়ারদিগার তাঁকে এবং তাঁর অগ্রজদের সবাইকে চির সুখের নিবাস জান্নাত দান করুন। আমীন।

বংশ পরম্পরা

ডা. এম. এম. আমজাদ হোসেনের পূর্বপুরুষ ছিলেন বাংলার নবাব মীর কাসিমের সেরেস্তাদার।

জন্ম ও পারিবারিক জীবন

১৯২৫ সালের ১ অক্টোবর সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর বাবা আলহাজ্ব মোসলেম উদ্দিন ও মা বেগম মেহের-উন-নেছা। ১৯৫০ সালে হযরত খাজা এনায়েতপুরী (রহ.) এর তৃতীয়া কন্যা খাজা তাজমহলের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্ম লাভ করে।

ইন্তেকাল

২০১২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর।

অনুসৃত তরীকা

তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুজুর্গ সুফী-দার্শনিক, বাংলা-আসামের শতশত খানকাহ্ শরীফের মূল রাহ্নামা বা আধ্যাত্মিক গুরু হজরত মাওলানা শাহ সুফী খাজা ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (রহ.) এঁর একনিষ্ঠ মুরিদ।

শিক্ষা

ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর ১৯৪১ সালে স্থল-পাকড়াশী স্কুল থেকে 'মেট্রিকুলেশন', ১৯৪৩ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে 'আইএসসি' এবং ১৯৪৮ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে 'এমবি-ব্যাচেলর অব মেডিসিন' (বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে এমবিবিএস) ডিগ্রী অর্জন করেন।

পুরস্কার ও স্বীকৃতি

শীর্ষস্থানীয় এই শিল্পোদ্যোক্তা দেশের বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার কারণে সরকার তাঁকে ১৯৯৮ সালে সি,আই,পি এর মর্যাদা প্রদান করেন। একই বছর তিনি শ্রেষ্ঠ করদাতার সম্মানে ভূষিত হন । প্রয়াত আমজাদ হোসেনের সেই পথ অনুসরণের ফলশ্রুতিতে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের শীর্ষ ১০ করদাতাদের তালিকায় অধিকাংশই তাঁর পরিবারের সদস্য। এছাড়াও তিনি টানা ৩ বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শিল্পে অবদান ও অনুকরণীয় কর্ম

একান্ত নিভৃতচারী ও প্রচার বিমুখ এই মানুষটি কাজ করে গেছেন সবার অলক্ষ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের দাপটের বিপরীতে যে গুটিকয়েক মহান দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী শিল্পপতি দেশের উন্নয়নে হাল ধরেছিলেন, ডা. এম এম আমজাদ হোসেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঔষধ শিল্পে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, পাট ও বস্ত্র শিল্পে আলহাজ্ব টেক্সটাইল ও আলহাজ্ব জুটমিলস, সিরামিক শিল্পে এটিআই সিরামিকস, আই টিতে - এ টি আই লিঃ, চা শিল্পে এম এম আমজাদ টি এস্টেটসহ আরও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ব্যাপক কর্মসংস্থানসহ দেশের অর্থনীতিতে নজিরবিহীন ভূমিকা পালন করেন।

কর্মবীর ডা. এম এম আমজাদ হোসেনের চিন্তা-চেতনা মন-মননে একটি বাসনা ছিল তাঁর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বে "Center of Excellence" হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁর উত্তরসূরীরা গৃহীত যুগোপযোগী নতুন কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

আত্মশক্তিতে বলিয়ান এই বিশাল কর্মযগ্নের কর্ণধার যার বিত্ত হতে চিত্ত বড়ো বলে সার্বজনীন মানবরুপ ও তাঁর কর্মের সৌন্দর্য আমাদেরকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। তিনি আমাদের পথের দিশা এবং আগামী দিনের চালিকা শক্তি হয়ে মানুষের স্মৃতিপটে চির অমর হয়ে থাকবেন।

সমাজসেবা

সমাজসেবার ব্রতটি তাঁর অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত অনুরাগ হয়ে অঙ্কুরিত পারিবারিক পরিবেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাতে বারিসিঞ্চিত করেছেন তাঁর দীক্ষাগুরু হযরত খাজা ইউনুস আলী (রহ.)। তবে ঊনবিংশ শতকের অন্যান্য সমাজসেবীদের দ্বারা প্রভাবিত হন নাই এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

ডা. এম. এম. আমজাদ হোসেন যুবক বয়সেই নারী শিক্ষার পশ্চাদপদতায় বেদনার্ত হলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন মেহের-উন-নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এতদঞ্চলের মহিলাদের শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হলো। তাঁর প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষার দিগন্ত প্রসারিত হল।

এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যেখানেই তিনি অর্থকরী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়েছেন সেখানেই বিদ্যার্জনের ব্যবস্থায়ও ব্রতী রয়েছেন। আলহাজ্ব টেক্সটাইলের সঙ্গে আলহাজ্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জামালপুরের জুট মিলের পাশেই পার্থিব শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি শিল্পপতি হয়েছেন সমাজ হিতৈষণার প্রেরণা থেকে।

একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটার প্রধান উপাদান শিক্ষা। সমাজ উন্নয়নের প্রথম সোপান শিক্ষা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খাজা ইউনুস আলী শিক্ষা পরিবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাজ কল্যাণের বাস্তবায়ন ও বর্তমান প্রজন্মকে দক্ষ কর্মী তৈরি করে শ্রমবাজারে অবদান রাখার আন্তরিকতা তাঁর জনকল্যাণের উপলব্ধির অঙ্গ।

চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবায় খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল/নার্সিং কলেজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। খাজা ইউনুস আলী ক্যান্সার সেন্টার এতদঞ্চলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ঢাকা শহরের বাইরে উত্তরবঙ্গে এটি কার্ডিয়াক সার্জারির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ব্যয়বহুল চিকিৎসাকে তিনি করেছেন সহজলভ্য ও সুলভ। সমাজ হিতৈষণার এমন মহত্বের আবদান বিরল। ঔষধ প্রযুক্তিতে বিশেষায়িত ক্ষেত্রের সর্বাধুনিক ক্ষেত্র ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল ও তার বিভিন্ন শাখাসমূহ। দেশের ঔষধ নীতিকে সমর্থন দিয়ে ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মজবুত করেছেন। দেশের ঔষধ চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে এদের বিভিন্ন ঔষধ। তাঁর এই বাহ্যিক পরিচয় বস্তুত একজন শিল্পপতিকে ছাপিয়ে তিনি একজন সমাজহিতৈষী চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিভাত হন।

অসাধারণ মেধার অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক

-প্রফেসর ড. হোসেন রেজা, ভাইস চ্যান্সেলর, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়

পরম শ্রদ্ধেয় খাজা ইউনুস আলী (রহ.) এর পবিত্র নামে সুপরিচিত এক বিশাল সাম্রাজ্যের স্থপতি তিনি। তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে সেসব মতামতের গ্রহণযোগ্যতায় বিতর্কের অবকাশ নেই। তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়ে নেই কারো দ্বিমত। তাঁর ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা, কৌশল-দক্ষতা ও সবার ওপরে মরমীয়তা তাঁকে এই পৃথিবীর নাগরিকত্ব দিয়েছে। জগৎজুড়ে মানুষের হৃদয়ে তিনি স্থান পেয়েছেন।

হযরত খাজা ইউনুস আলী (রহ.) এর সান্নিধ্য ও সাহচর্যে বিকশিত হয়েছিল তার মানবিক গুনাবলী। মানুষের কল্যাণে কিভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয় তা হাতে-কলমে শিখেছিলেন এই মহান পুরুষের কাছ থেকে । তিনি বুঝেছিলেন 'সাধনা, কল্যাণ ও ত্যাগ এতেই জীবনের সার্থকতা'। তিনি হয়ে ওঠেন পীর সাহেবের জ্যোতির্ময় অনুসারী ও ভাবশিষ্য। প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠান গড়েছেন কিন্তু আর পাঁচজন শিল্পপতির মতো নিছক শিল্পপতি হিসেবে বিরাজিত হননি। তিনি শিখেছেন পরার্থেই জীবন। তাই অর্জিত সম্পদের বৃহদাংশ সাদকায়ে জারিয়া করে গেছেন। খাজা ইউনুস আলী কমপ্লেক্স থেকে তাঁর নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য কোন কিছু না রেখে; আইনী পন্থায় নির্দিষ্ট করে গেছেন যে- এই প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয় প্রতিষ্ঠানের কল্যাণেই ব্যয়িত হবে। এই আদর্শগত মানসিকতা একান্তই বিরল। এই নিখাঁদ ইসলামী আদর্শ ধর্মীয় চেতনাবোধ দীক্ষাগুরু হযরত খাজা ইউনুস আলী (রহ.) প্রথিত করেছিলেন তাঁর অন্তরের গহীনে। জনদরদী মেধাবী এই মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত দুরদর্শী। সমকালীন মানুষদের থেকে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল অনেক অগ্রসর। আর নেতিবাচক দিকগুলোকে সূক্ষ্মতার সাথে ধরে ফেলতে পারতেন। তিনি জনকল্যাণের স্বার্থ রক্ষায় মহীরুহের ছায়া বিস্তার করে চলতেন। উত্তরাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য স্বতন্ত্র ভুবন প্রতিষ্ঠা, নিরীহ সাধারণ মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, স্বস্তি ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দেবার পথে তিনি ছিলেন নিভীর্ক সেনানী।

মহান স্বাধীনতার পক্ষশক্তি হিসেবে অকাতরে সাহায্য করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তার ক্রয়কৃত পাটের অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনে কাজে লেগেছিল। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে আশ্রয়, খাদ্য এবং চিকিৎসা প্রদান করতেন। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও বিশেষ যত্নে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা বিস্ময়কর ভোগ-লালসাকে দমন করে তিনি এক শূচি শুভ্র সূফীর জীবনযাপন করেছেন। অনুকরণযোগ্য তাঁর পরামর্শ। যদি টাকা রোজগার করতে না পারো, মিতব্যয়ী হও। অপচয় কম কর, তাতেও তোমার অর্থ সঞ্চিত হবে। তিনি এতটাই নম্র আচরণ করতেন, হাজার হাজার অধিনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে কখনো বিভাজন করতেন না। সবাই সমান মর্যাদার ছিল তাঁর কাছে। অত্যন্ত নম্র ও স্বল্পভাষী এই মানুষটি,'আপনি' সম্বোধন করতেন তাঁর কর্মচারীদেরকেও। তাঁর আচরণে ছিল না রূঢ়তা। উঁচু গলায় কাউকে তিরস্কার করাও তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর অসাধারণ স্মৃতি শক্তি। নিঁখুতভাবে মনে রাখতেন সবকিছু। আর সময়ের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। তাঁর সময়ানুবর্তিতা এতটাই সঠিক ছিল যে, তাঁর উপস্থিতি দেখে আমরা ঘড়ির কাঁটা ঠিক করতে পারতাম। নয়টায় মিটিং মানে নয়টায়। এক মিনিট এদিক ওদিক নয়।

তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে যেমন যথেষ্ট জ্ঞানবান ছিলেন, তেমনি ব্যবসার বিষয়েও অসাধারণ জ্ঞান ছিল তাঁর। এর বাইরে আইন কিংবা যেকোনো বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য পড়তেও আগ্রহের কমতি ছিল না। তিনি বলতেন, বই হল বিশ্বস্ত সঙ্গী। বই থাকলে আপনি একাকিত্ব অনুভব করবেন না। তিনি শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিয়ে সংশোধন করার পদ্ধতি একদম পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন– শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা দিয়ে তাদের অন্তর জয় করতে হবে। এরপর তাঁদের বোঝাতে হবে– তাদের যে আচরণ সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। শাস্তি দিয়ে সংশোধন হয় না। ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করতে হয়। তাঁর অপছন্দ ছিল তোষামোদীতা। কেউ এমনভাষায় কিছু বললে তিনি মনঃক্ষুন্ন হতেন। মনরক্ষা করা আলাপ নয়, তাঁর পছন্দ ছিল গঠনমূলক সমালোচনা ও সত্যভাষণ। দাবিদাওয়া নায্য হলে তিনি তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। অনায্য বা অন্যায় কিছু তিনি সবসময় পরিহার করতেন।

দেশপ্রেম যদি হয় ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আবেগ অনুভূতি ও মমত্ববোধে একনিষ্ঠভাবে দেশের মানুষের সেবা করা তবে বিস্ময়কর সত্য এটাই যে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন তা থেকে বিচ্যুত হননি।

অসাধারণ মেধার এই অকৃত্রিম দেশপ্রেমিককে সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।

ডা. এম. এম. আমজাদ হোসেনের নছিহতের কিছু মর্মবানী

- সাধনা, কল্যাণ ও ত্যাগ এতেই জীবনের সার্থকতা;
- বই হলো এমন এক বন্ধু যে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কখনও তোমার সঙ্গ ছাড়বে না;
- You should be ambitious, not greedy;
- কাজ শেখো, বড় হতে পারবে;
- শিক্ষার্থীদের শুধু পেশাগত দক্ষতা অর্জন করলেই চলবে না পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়ার গুণাবলী অর্জন করতে হবে;
- আপনার প্রতিষ্ঠানকে Own করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য ত্যাগ করার মনোভাব থাকতে হবে।

বাণী

মোহাম্মদ ইউসুফ
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়

"আমার গর্ব যে, আমি আমজাদ হোসেনের সন্তান।"

বাবার একটা কথা আজ খুব মনে পড়ছে। তিনি বলতেন "দক্ষ কর্মী এবং ভালো মানুষ তৈরি করতে হবে।" সবাই দেশের উন্নয়নে নানাবিধ পরিবর্তনের কথা বলেন। হয়তো সেগুলো যৌক্তিকও বটে। তবে বোধ করি আমার বাবার এই "দক্ষ ও ভালো মানুষ"তৈরির ধারণা এই সমস্ত পরিবর্তনের ধারক ও বাহক।

বাবা চেয়েছিলেন উন্নত বিশ্বের শিক্ষার সুযোগ তৈরি হোক আমার দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য। তার চিন্তা ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ছোট্ট প্রয়াস হিসেবে খাজা ইউনুস আলী কমপ্লেক্সের সঙ্গে জার্মানি ও স্পেনের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। সমস্ত প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখবে যখন অন্তত তাঁর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীরা তাদের স্বভাব, চরিত্র, চিন্তা ও চেতনায় তাঁর আদর্শকে উপলব্ধি করবে এবং জীবনে প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করবে।

ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন দেশ, দেশের মানুষের কল্যাণকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত। হে মহান পরওয়ারদেগার, আমার বাবাকে তাঁর মহৎ কাজের উত্তম প্রতিদান দিন। তাঁকে আশ্রয় দিন জান্নাতের সুশীতল ছায়ায়। আমীন।

পরিশেষে প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে খাজা ইউনুস আলী শিক্ষা পরিবারের 'বিশেষ ক্রোড়পত্র' প্রকাশ সার্থক হোক।

বাণী

এম এ হায়দার হোসেন
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল

"বাবার সান্নিধ্যের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং পার্থিব জীবনের বাস্তবতার শিক্ষাই, আমার জীবনের সেরা সম্পদ ও পাথেয়।"

প্রত্যেক বাবা মা তাদের সন্তানদেরকে সমানভাবে ভালোবাসেন এ কথা সত্য। তবুও আমার মনে হয় আমি বোধহয় বাবার সংস্পর্শ বেশি পেয়েছি। যার ফলে মানুষ, পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণময় রাষ্ট্র সম্পর্কে আমার বাবার চিন্তা ভাবনা খুব কাছ থেকে দেখার এবং শেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর জীবনাদর্শের প্রতিফলন নিজের জীবনে অনুসরণ ও অনুকরণের প্রচেষ্টাই আমার জীবনের ব্রত।

প্রার্থনা জানাই আল্লাহর দরবারে-উপমহাদেশের মহান অলি হযরত খাজা এনায়েতপুরী (রহঃ) এর একান্ত স্নেহভাজন ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন প্রতিষ্ঠিত স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা ও মানব কল্যাণে নিবেদিত সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত থাকুক এবং তাকে ঠাঁই দিও জান্নাতুল ফেরদৌসে। আমীন।

বাণী

অধ্যাপক ড. সাজ্জাদ হোসেন
সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন এঁর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এই মানবদরদী কর্মবীর মানুষটির চির অম্লান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

সমাজ গঠনের পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে কর্মবীর হিসেবে অভিষিক্ত করেছে। তিনি ছিলেন একজন নির্লোভ, পরোপকারী, নিরহংকারী, আল্লাহভীরু এবং খাঁটি একজন বাঙালির চিরন্তন প্রতিচ্ছবি।

তাঁর জীবন দর্শন, আদর্শ ও কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণ প্রজন্ম সৃজনশীল ও বুদ্ধিনির্ভর বর্তমান কর্মকান্ডের দ্বারা সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে যারা এই ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছেন আমি তাদের সাধুবাদ জানাই। খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাণী

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ
উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

দেশবরেণ্য খ্যাতিমান, বিদোৎসাহী ব্যক্তিত্ব ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেনের ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেনের সফলতার সারণী মূলত তিনটি ধারায় পরিব্যাপ্তঃ শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসা সেবা এবং শিল্প কারখানা স্থাপন।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো নিরন্তর সেবা দিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্নের সাথেই যেন হাতে হাত ধরে চলেছে তাঁর মানব কল্যাণের ব্রত।

এই পরোপকারী অসীম মমতাবান মানুষটির রুহের মাগফেরাত কামনা করি সৃষ্টিকর্তার নিকট।

আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।

বাণী

অধ্যাপক ডা. এ জেড এম মোস্তাক হোসেন
উপাচার্য, রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

একজন নিভৃতচারী, মহৎ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন। ১১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। তিনি চিরাচরিত নিয়মের বাইরে একজন দেশপ্রেমিক সত্তা ছিলেন। যিনি সমাজ, শিক্ষা, চিকিৎসাখাত সহ দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন।

বেসরকারি খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল আজ দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। মানব সেবায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য এটি একটি নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তাঁর অসামান্য অবদান এদেশের মানুষের মন থেকে কোনদিনই বিস্মৃত হবে না।

১১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।

বাণী

অধ্যাপক ডা. মোঃ সাইফুল ইসলাম
অধ্যক্ষ, খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ

এ পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশে মানবহিতৈষী চির কল্যাণকর যা কিছু কর্মকান্ড সাধিত হয়েছে তার পেছনে সংখ্যাধিক নয় অত্যাল্প মহান কিছু মানুষের অবদান চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে। তাঁরা সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টির উৎকর্ষে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেন। আসলেই তাঁরা সৃষ্টির নেশায়, মানবকল্যাণের তরে সারা জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড উৎসর্গ করেন। ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন তেমনই একজন কর্মবীর, বিদ্যোৎসাহী এবং সফল শিল্প উদ্যোক্তা ছিলেন। তাইতো তিনি অমর।

মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে কথাটি বারবার তিনি বলতেন, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য- "মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ভাল ডাক্তার হওয়ার পাশাপাশি ভাল মানুষ হতে হবে"। কর্মজীবনে আমি ২০০৪ সনে তাঁর সংগে সাক্ষাত করি এবং তাঁর সম্মোহনী ক্ষমতায় প্রায় বিশ বছর করা সরকারী চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে ইস্তফা দিয়ে সরাসরি এই অজপাড়াগায়ে সবুজ শ্যামলীমায় নির্মিত খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে কার্ডিওলজিষ্ট হিসাবে যোগদান করি। আমার জীবনে এই কর্মবীরের সাহচার্য অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। আমি ছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, শিক্ষানুরাগী, মানব হিতৈষী এই মানুষটি মানব কল্যানে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য সকলের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও চিরশান্তি কামনা করি।

অধুনা প্রজন্মের কোমলমতি শিশু হতে অনাগত কালের বিদগ্ধ প্রজন্মের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাজা ইউনুস আলী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুদক্ষ কর্মী এবং পূণ্যাত্মা আমজাদ হোসেনের দর্শন 'ভালো মানুষ' গড়ার প্রত্যয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশে পথচলা শুরু খাজা ইউনুস আলী ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের। শিক্ষক, শিক্ষার পরিবেশ এবং কো-এডুকেশনের এক চমৎকার সমন্বয় এই বিদ্যাপীঠ ইতোমধ্যেই অর্জন করেছে 'জ্ঞানতাপস ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ্যাওয়ার্ড', সোনার বাংলা পারসোনালিটি এ্যাওয়ার্ড' এবং সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল। সকল পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশের হার এবং রাজশাহী বোর্ডের ৬টি ইংলিশ ভার্সন স্কুল এন্ড কলেজের মধ্যে অন্যতম হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।

প্রতিষ্ঠাতার প্রচেষ্টা, শ্রম, সময়, অর্থ ও ত্যাগ-কে ধারন করে বর্তমান পরিচালনা পরিষদের বিজ্ঞ বিচক্ষণতা এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিশ্চিত হচ্ছে সফল শিক্ষা পরিবেশ।

মেহের-উন-নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

অবিভক্ত বাংলাদেশের নারী শিক্ষার অনগ্রসরিতা ও স্বাধীন বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সম্প্রদায়কে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মহান ব্রত নিয়ে যমুনা পাড়ের অনুন্নত এবং অবহেলিত নারীদের জন্য ডা. এম এম আমজাদ হোসেন গড়ে তোলেন মেহের-উন-নেছা বালিকা বিদ্যালয় ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে । নারী শিক্ষার অভূতপূর্ব উন্নতি ও সমাজের নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে এবং নারী সমাজ ও দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি।

খাজা ইউনুস আলী নার্সিং কলেজ

নার্সিং শুধুমাত্র আর্তেরসেবা নয় বরং একটি জাতির সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী হাতিয়ার। বিশেষ করে নারী শিক্ষা ও তাদের কর্মসংস্থান তৈরী এবং দেশ বিদেশে দক্ষ ও যুগোপযোগী নার্সের বিপুল চাহিদাকে উপলব্ধি করে ২০০৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন খাজা ইউনুস আলী নার্সিং কলেজ। এখানে সহযোগী হিসেবে রয়েছে দক্ষ প্রশিক্ষক এবং ক্লিনিকাল প্রাকটিসের সব্বোর্চ সুবিধা সম্বলিত খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ল্যাব এবং গবেষণার সুযোগ। ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশকৃত শিক্ষার্থীরা সুনামের সাথে দেশবিদেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। আর এভাবেই দক্ষ নার্স তৈরির মাধ্যমে নার্সিং কলেজ দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে। নার্সিংকলেজের উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রামসমূহ হচ্ছে- বি.এস.সি ইন নার্সিং (বেসিক) কোর্স এবং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি।

খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কল